দৈনিক সংবাদ 04

তারিখ ... 10 JUN 1983 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

প্রসঙ্গ ঃ গণশিক্ষার আসর

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের ''গণশিক্ষার আসর'' অনুষ্ঠানটি পরিচালকের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট মোটেই বোধগম্য নয়। কর্তৃপক্ষ কি মনে করেন, টিভি সেটের সম্মুখে যে জনগণ বসে থাকেন, তারা মূলতঃ নিরক্ষর? নাকি মনে করেন দেশের দরিদ্র এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠী টিভি সেটের সামনে বসে এর মারফত সাক্ষরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে? উল্লিখিত উভয় প্রশ্নের জবাবই 'না' সূচক। প্রকৃতপক্ষে টিভি গ্রাহকগণ সাধারণতঃ শিক্ষিত এবং 'বক', 'বই' ''সাফ করি'' ইত্যাদি শব্দের বানান এবং অর্থ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। নূতন করে তাদেরকে এ সমস্ত শেখানোর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা। যদি আমরা ধরে নেই যে, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দান করাই এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, তবে এটিকে আরও অবাস্তব বলে মনে হবে। কারণ, নিরক্ষর বস্তিবাসী বা পল্লীবাসিগণ টিভিগ্রাহক নন। জীবনযুদ্ধে এরা এতই ব্যস্ত যে অন্য কোথাও যেয়ে এ অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখে সাক্ষরতা অর্জন করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া অধিকাংশ পল্লীগ্রামে তো এখনও বিদ্যুৎই নেই, তাই টিভিরও ব্যবস্থা নেই। যা হোক, এতদসত্ত্বেও যদি আমরা কল্পনা করে নেই যে, বাংলাদেশের নিরক্ষর জনগণ কোন বিশেষ ব্যবস্থায় এই অনুষ্ঠানটি দেখে থাকে, তবু কি মনে করতে পারি যে এরূপ অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখতে দেখতে তারা একদিন শিক্ষিত হয়ে উঠবে? আসলে এরূপ অনুষ্ঠানের সাহায্যে নিরক্ষরদের সাক্ষররূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

অতএব, কর্তৃপক্ষের নিকট একান্ত অনুরোধ, জনগণের পয়সা খরচ করে এরূপ অবাস্তব, উদ্ভট অনুষ্ঠান পরিচালনা না করে সেই খরচে জনকল্যাণমূলক কাজ যেন করেন। নিরক্ষরদের সাক্ষরতা দান করার বিষয়ে সরকার যদি সত্যিই আন্তরিক হয়ে থাকেন, তবে এরূপ প্রচার সর্বস্ব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করে প্রচুর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন। সরকারের সীমিত সামর্থের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের এবং শহরের বস্তিসংলগ্ন বিদ্যালয়ে শ্রমজীবী নিরক্ষর লোকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। শিক্ষক হিসেবে অল্প পারিশ্রমিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেকার যুবক এবং কলেজের ছাত্রদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়টি বাস্তব ভিত্তিতে ভেবে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট একান্ত অনুরোধ রইল।

জয়নুল আবেদীন চৌধুরী
৪৩৫, খিলগাঁও তালতলা,
ঢাকা-১২১৯